"মিষ্টি বাচ্চারা - সত্যের সঙ্গ জ্ঞান-মার্গেই হয়ে থাকে, এখন তোমরা সত্য-বাবারর সঙ্গে বসে আছো, বাবার স্মরণে থাকার অর্থই হলো সৎসঙ্গ করা"

*প্রশ্নঃ - বাচ্চারা, সৎসঙ্গের প্রয়োজন তোমাদের এখনই রয়েছে - কেন?

*উত্তরঃ - কারণ তমোপ্রধান আত্মা একমাত্র সত্য-পিতা, সত্য-শিক্ষক, সদ্গুরুর সঙ্গ দ্বারাই সতোপ্রধান অর্থাৎ শ্যাম থেকে সুন্দর হতে পারে। সৎসঙ্গ ব্যতীত দুর্বল আত্মা সবল হতে পারে না। বাবার সঙ্গ লাভেই আত্মায় পবিত্রতার শক্তি চলে আসে, ২১ জন্মের জন্য তার (আত্মার) তরী পার হয়ে যায়।

ওম্ শান্তি । বাচ্চারা, তোমরা সত্যের সঙ্গে বসে আছো। এই সত্যের সঙ্গে বাচ্চারা প্রতি কল্পের সঙ্গমেই বসে। দুনিয়া তো জানে না যে, সত্যের সঙ্গ কাকে বলা হয়। 'সৎসঙ্গ' নামটি অবিনাশী চলে আসছে। ভক্তিমার্গেও বলে থাকে, আমি অমুক সৎসঙ্গে যাই। কিন্তু বাস্তবে এখন ভক্তিমার্গে কেউই সৎসঙ্গে যায়না। জ্ঞান-মার্গেই সৎসঙ্গ হয়। এখন তোমরা সৎসঙ্গে বসে রয়েছো। আত্মারা সত্য-পিতার সঙ্গে বসে রয়েছে। আর কোনো স্থানে আত্মারা পরমপিতা পরমাত্মার সঙ্গে বসে না। তারা বাবাকে জানেই না। অবশ্যই তারা বলে যে, আমরা সৎসঙ্গে যাই কিন্তু তারা দেহ-অভিমানে চলে আসে। তোমরা দেহ-অভিমানে আসবে না। তোমরা জানো যে - আমরা হলাম আত্মা, আমরা সত্য বাবার সঙ্গে বসে আছি। আর অন্য কোনো মানুষ সত্যের সঙ্গে বসতে পারে না। সত্যের সঙ্গ - এই নামও এখনকারই। সত্যের সঙ্গ - এর যথার্থ অর্থ বাবা-ই বসে বোঝান। তোমরা আত্মারা এখন পরমাত্মা পিতা যিনি হলেন সত্য, তাঁর সঙ্গে বসে রয়েছো। তিনি সত্য-পিতা, সৎ-শিক্ষক, সৎগুরু। তাহলে তোমরা সৎসঙ্গেই বসে রয়েছো। তাহলে তোমরা এখানে বা ঘরে যেখানেই বসো, নিজেকে আত্মা নিশ্চয় করে স্মরণ বাবাকে করো। আমরা আত্মারা এখন সত্য-পিতাকে স্মরণ করছি অর্থাৎ সৎসঙ্গে রয়েছি। বাবা মধুবনে বসে রয়েছেন। বাবাকে স্মরণ করার তোমরা অনেক প্রকারের যুক্তিও পেয়ে থাকো। স্মরণের দ্বারাই বিকর্ম বিনাশ হবে। একথাও বাচ্চারা জানে যে - আমরা ১৬ কলা সম্পূর্ণ হই পুনরায় নীচে নামতে-নামতে কলা কম হয়ে যায়। ভক্তিও প্রথমে অব্যভিচারী ছিল, পরে নীচে নামতে-নামতে ভক্তিও ব্যভিচারী হয়ে যাওয়ার কারণে তমোপ্রধান হয়ে যায়, পুনরায় তাদের সত্যের সঙ্গের অবশ্যই প্রয়োজন। তা নাহলে পবিত্র কীভাবে হবে? তাই আত্মারা, তোমরা এখন বাবার সঙ্গ পেয়েছো। আত্মারা জানে যে, আমাদের বাবাকে স্মরণ করতে হবে, ওঁনার সঙ্গই রয়েছে। স্মরণ করাকেই (বাবার) সঙ্গ বলা হয়। এ হলো সত্যের সঙ্গ। আত্মারা, এই শরীর থাকা সত্ত্বেও তোমরা আমাকে স্মরণ করো, এটাই হলো সৎসঙ্গ। যেমন বলা হয় না যে - এর বড়লোকেদের সঙ্গ হয়েছে, তাই দেহ-অভিমানী হয়ে গেছে। তোমাদের এখন সঙ্গ হয়েছে সত্য-পিতার সঙ্গে, যার ফলে তোমরা তমোপ্রধান থেকে সতোপ্রধান হয়ে যাও। বাবা বলেন, আমি একবারই আসি। এখন আত্মার সঙ্গ পরমাত্মার সঙ্গে হওয়ার কারণে তোমরা ২১ জন্মের জন্য পার হয়ে যাও। পুনরায় তোমাদের সঙ্গ লাগে দেহের। এও ড্রামায় নির্ধারিত। বাবা বলেন - বাচ্চারা, আমার সঙ্গে তোমাদের সঙ্গ হওয়ায় কারণে তোমরা সতোপ্রধান হয়ে যাও, যাকে গোল্ডেন এজ বলা হয়।

সাধু-সন্ত আদিরা মনে করে আত্মা নির্লেপ (আত্মায় কোনো কিছুর দাগ লাগে না), সকলেই পরমাত্মাই-পরমাত্মা। এর অর্থ হলো পরমাত্মার মধ্যেও (বিকারের) খাদ পড়েছে। কিন্তু পরমাত্মার মধ্যে তো খাদ পড়তে পারে না। বাবা বলেন, আমার মধ্যে কি খাদ পড়তে পারে? না। আমি সর্বদাই পরমধামে থাকি, কারণ আমাকে তো জনম-মরণে (চক্রে) আসতে হয় না। বাচ্চারা, তোমরা জানো যে, তোমাদের মধ্যেও কারোর সঙ্গ বেশী রয়েছে, কারোর সঙ্গ কম। কেউ ভালোভাবে পুরুষার্থ করে যোগে থাকে, যতটা সময় আত্মা বাবার সঙ্গ করবে ততই লাভ হবে। বিকর্ম বিনাশ হবে। বাবা বলেন - হে আত্মাগণ, আমাকে অর্থাৎ বাবাকে স্মরণ করো, আমার সঙ্গ করো। আমাকে এই শরীরের (ব্রহ্মা) আধার নিতে হয়। তা নাহলে পরমাত্মা বলবে কীভাবে? আত্মা শুনবে কীভাবে? বাচ্চারা, এখন তোমাদের সঙ্গ হয়েছে সত্যের সঙ্গে। সত্য-পিতাকে নিরন্তর স্মরণ করতে হবে। আত্মাকে সৎসঙ্গ করতে হবে। আত্মাও ওয়ান্ডারফুল, পরমাত্মাও ওয়ান্ডারফুল, আর দুনিয়াও ওয়ান্ডারফুল। এই দুনিয়া কীভাবে আবর্তিত হয়, সত্যিই ওয়ান্ডার । সমগ্র ড্রামায় তোমরা অলরাউন্ড (নিজ) পার্ট প্লে করো। তোমাদের আত্মায় তোমাদের ৮৪ জন্মের পার্ট নির্ধারিত করা আছে - এও ওয়ান্ডার । সত্যযুগী আত্মারা আর আজকালকের (কলিযুগী) আত্মারা। তারমধ্যেও তোমাদের আত্মা সর্বাপেক্ষা অধিক ওয়ান্ডার বিশেষ। নাটকে কারোর শুরু থেকেই পার্ট থাকে, কারোর মধ্যভাগ থেকে, কারোর পরে পার্ট থাকে। সেসব হলো পার্থিব জগতের ড্রামা, সেসবও

এখনই বেরিয়েছে। এখন সাইন্সের বল অধিক। সত্যযুগে ওদের কতো শক্তি থাকবে। নতুন দুনিয়া কত শীঘ্র গঠিত হবে। ওখানে পবিত্রতার শক্তিই মুখ্য। এই লক্ষ্মী-নারায়ণ তো শক্তিশালী, তাই না। এখন রাবণ শক্তি ছিনিয়ে নিয়েছে, পুনরায় তোমরা সেই রাবণের উপরে বিজয়লাভ করে কতো বলবান হয়ে যাও। যত সত্যের সঙ্গ করবে অর্থাৎ আত্মা যত সত্-পিতাকে স্মরণ করে ততই বলবান হয়ে যায়। পঠন-পাঠনের মাধ্যমেও শক্তি প্রাপ্ত হয়, তাই না। তোমরাও শক্তি প্রাপ্ত করো, সমগ্র বিশ্বের উপর তোমরা শাসন করো। আত্মার সত্যের সঙ্গে যোগ অর্থাৎ মিলন সঙ্গমেই হয়। বাবা বলেন, আমার সঙ্গ পাওয়ায় আত্মা অত্যন্ত বলবান হয়ে যায়। বাবা হলেন ওয়ার্ল্ড অলমাইটি অথরিটি, তাই না। ওঁনার দ্বারাই বল প্রাপ্ত হয়। এরমধ্যেই সমগ্র বেদ-শাস্ত্রের আদি-মধ্য-অন্তের জ্ঞান চলে আসে।

বাবা যেমন অলমাইটি, তোমরাও তেমনই অলমাইটি হয়ে ওঠো। বিশ্বে তোমরাই রাজত্ব করো। তোমাদের থেকে কেউ কেড়ে নিতে পারবে না। তোমরা আমার কাছ থেকে কতো শক্তি প্রাপ্ত করো, যত বাবাকে স্মরণ করবে ততই শক্তি প্রাপ্ত করবে। বাবা আর কোন কষ্ট দেন না। শুধু স্মরণ করতে হবে, ব্যস্। ৮৪ জন্মের চক্র এখন সম্পূর্ণ হয়েছে, এখন ফিরে যেতে হবে। এটা বোঝা কোনো বড় কথা নয়। বেশী ডিটেইলস এ (রেজগারি) যাওয়ার প্রয়োজনই নেই। বীজকে জানলেই বোঝা যায়, এর মধ্য থেকেই সমগ্র এই বৃক্ষ এইভাবে নির্গত হয়। তোমাদের বুদ্ধিতে নাটশেলে চলে আসে। এ অতি বিচিত্র কথা। ভক্তিমার্গে মানুষ কত ধাক্কা খায়। পরিশ্রম করে, কিন্তু কিছুই প্রাপ্ত হয় না। পুনরায় বাবা এসে তোমাদের বিশ্বের মালিক বানান। আমরা যোগবলের দ্বারা বিশ্বের মালিক হয়ে যাই, এই পুরুষার্থই করতে হবে। ভারতের যোগ বিখ্যাত। যোগের দ্বারাই তোমাদের আয়ু কত বড় হয়ে যায়। সৎসঙ্গে কত লাভ, আয়ুও দীর্ঘ আর শরীরও নিরোগী হয়ে যায়। বাচ্চারা, এইসব কথা তোমাদের বুদ্ধিতেই বসানো হয়। তোমরা ব্রাহ্মণরা ছাড়া আর কারোরই সত্যের সাথে সঙ্গ নেই। তোমরা প্রজাপিতা ব্রহ্মার সন্তান, ঠাকুরর্দা আর পৌত্র তোমরা। তাই এত খুশী তো থাকা উচিত যে, আমরা হলাম দাদু-নাতি। উত্তরাধিকারও ঠাকুর দাদার থেকেই পাওয়া যায়, এটাই হলো স্মরণের যাত্রা। বুদ্ধির দ্বারা একথাই স্মরণে রাখা উচিত। ওই সৎসঙ্গে (লৌকিক) এক স্থানে গিয়ে বসে, এখানে সেসব কথা নেই। এমনও নয় যে এক স্থানে বসলেই সৎসঙ্গ হবে। না, উঠতে-বসতে, চলতে-ফিরতে আমরা সৎসঙ্গে রয়েছি, যদি ওনাকে স্মরণ করি তবেই। স্মরণ যদি না করো তবে তো দেহ-অভিমানে রয়েছে, দেহ হলো অসত্য (বিকারী) জিনিস, তাই না। দেহকে সত্য বলা যাবে না। শরীর হলো জড়-পদার্থ, ৫ তত্ত্বে গঠিত, ওর মধ্যে আত্মা না থাকলে তা নড়াচড়া করে না। মানুষের শরীরের কোন মূল্য নেই, আর সকলের শরীরের মূল্য রয়েছে। আত্মা সৌভাগ্য পায়, আমি অমুক আত্মা, একথা আত্মা বলে, তাই না। বাবা বলেন, আত্মা কেমন হয়ে গেছে ! ডিম, কচ্ছপ, মাছ সবকিছু খায়। প্রত্যেকেই ভস্মাসুর, নিজেকে নিজেই ভস্ম করে। কীভাবে? কাম-চিতায় বসে প্রত্যেকেই নিজের ভস্ম করছে, তাহলে ভস্মাসুরই হলো, তাই না। এখন তোমরা জ্ঞান-চিতায় বসে দেবতা হও। সমগ্র দুনিয়া কাম-চিতায় বসে ভস্মীভূত হয়ে গেছে, তমোপ্রধান, কালো হয়ে গেছে। বাবা আসেন বাচ্চাদের শ্যাম থেকে সুন্দরে পরিনত করতে। তাই বাবা বাচ্চাদের বোঝান যে, দেহ-অভিমান পরিত্যাগ করে নিজেকে আত্মা মনে করো। বাচ্চারা স্কুলে পড়ে কিন্তু পরে পড়াশোনা তো ঘরে থাকলেও বুদ্ধিতে থাকে, তাই না। এও তোমাদের বুদ্ধিতে থাকা উচিত। এও তোমাদের স্টুডেন্ট লাইফ। এইম অবজেক্ট সম্মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। উঠতে, বসতে, চলতে বুদ্ধিতে এই জ্ঞান থাকা উচিত।

এখানে বাচ্চারা আসে রিফ্রেশ হতে, যুক্তি বোঝান হয় যে, এমনভাবে-এমনভাবে বোঝাও। দুনিয়ায় অসংখ্য সৎসঙ্গ রয়েছে। সেখানে কত মানুষ এসে একত্রিত হয়। বাস্তবে তা সৎসঙ্গ তো নয়। বাচ্চারা, সত্যের সঙ্গ তো তোমরা এখনই প্রাপ্ত করো। বাবা-ই এসে সত্যযুগ স্থাপন করেন। তোমরা মালিক হয়ে যাও। দেহ-অভিমান অথবা মিথ্যা অভিমানে তোমরা অধঃপতনে যাও আর সৎসঙ্গে তোমরা ঊর্ধ্বে আরোহণ করো। আধাকল্প তোমরা প্রালব্ধ অর্থাৎ কর্মফল ভোগ করো। এমনও নয় যে, ওখানে তোমাদের সতের(বাবা) সঙ্গ রয়েছে। না, সৎসঙ্গ এবং মিথ্যা সঙ্গ তখনই বলা হবে যখন দুটোই উপস্থিত রয়েছে। সত্য-পিতা যখন আসেন, তিনি এসে সবকথা বোঝান। যতক্ষণ না পর্যন্ত সেই সত্য-পিতা আসছেন, ততক্ষণ পর্যন্ত কেউ জানেই না। বাচ্চারা, বাবা এখন তোমাদের বলেন - হে আত্মাগণ, তোমরা আমার সাথে সঙ্গ করো। (তোমরা) শরীরের যে সঙ্গ পেয়েছো, তার থেকে উপরাম হয়ে যাও। অবশ্যই শরীরের সঙ্গ সত্যযুগেও থাকবে কিন্তু সেখানে তোমরা থাকোই পবিত্র। এখন তোমরা সৎসঙ্গে পতিত থেকে পবিত্র হও, পরে শরীরও সতোপ্রধান পাবে। আত্মাও সতোপ্রধান থাকবে। এখন তো দুনিয়াও তমোপ্রধান। দুনিয়া নতুন আর পুরানো হয়। নতুন দুনিয়ায় অবশ্যই আদি সনাতন দেবী-দেবতা ছিল। আজ সেই ধর্মকে সরিয়ে দিয়ে আদি সনাতন হিন্দু ধর্ম বলে দেয়, বিভ্রান্ত হয়ে পড়েছে। এখন তোমরা ভারতবাসীরা বোঝো যে, আমরা প্রাচীন দেবী-দেবতা ধর্মের ছিলাম। সত্যযুগের মালিক ছিলাম? কিন্তু সেই নেশা কোথায়? কল্পের আয়ুই দীর্ঘ লিখে দিয়েছে। সবকথা ভূলে গেছে। এর নামই হলো গোলকধাঁধার (ভুল-ভুলাইয়া)

খেলা। এখন তোমরা সত্য-পিতা দ্বারা সমগ্র নলেজ জেনে উচ্চপদ লাভ করো, পুনরায় তোমরা আধাকল্প পরে নীচে পতিত হও কারণ তখন রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। দুনিয়া পুরানো তো হবেই, তাই না। তোমরা মনে করো যে, আমরা নতুন দুনিয়ার মালিক ছিলাম, এখন পুরানো দুনিয়ায় রয়েছি। কারো-কারোর তো একথাও স্মরণে থাকে না। বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানান। আধাকল্প আমরা স্বর্গবাসী থাকবে পুনরায় আধাকল্প পরে নিম্নে অবতরণ করো কারণ রাবণ-রাজ্য শুরু হয়। দুনিয়া পুরানো তো হবে, তাই না। তোমরা জানো যে, বাবা আমাদের স্বর্গবাসী বানান। আধাকল্প আমরা স্বর্গবাসী থাকবো পুনরায় নরকবাসী হবো। তোমরাও পুরুষার্থের নম্বরের ক্রমানুসারে অলমাইটি অথরিটি (সর্বশক্তিমান) হও। এ হলো জ্ঞানামৃতের ডোজ। শিববাবা অরগ্যান্সও পান পুরানো। নতুন অরগ্যান্স তো পাওয়া যায় না। পুরানো বাজনা পান তিনি। বাবা আসেনও বাণপ্রস্থেই। বাচ্চারা খুশী হলে তখন বাবাও খুশী হয়। বাবা বলেন, আমি যাই বাচ্চাদের জ্ঞান প্রদান করে রাবণের থেকে মুক্ত করতে। পার্ট তো খুশী মনে পালন করা হয়, তাই না। বাবা অত্যন্ত খুশীর সঙ্গে নিজের পার্ট প্লে করেন। বাবাকে প্রতি কল্পে আসতে হয়। এই পার্ট কখনো সমাপ্ত হয় না। বাচ্চাদের অত্যন্ত খুশী থাকা উচিত। যত সৎসঙ্গ করবে ততই খুশী থাকবে, স্মরণ কম করে তাই এত খুশী থাকে না। বাবা বাচ্চাদের উত্তরাধিকার দেন। যে বাচ্চাদের হৃদয়ে সততা রয়েছে, তাদের প্রতি বাবার অত্যন্ত স্নেহ থাকে। সৎ-হৃদয়বানের উপর সদা বাবা সদয় থাকেন (সাহেব রাজি) । অন্তরে ও বাইরে যে সৎ থাকে, বাবার সহায়ক হয়, সেবায় সদা তৎপর থাকে, সেই বাবার প্রিয় হয়। নিজের হৃদয়কে জিজ্ঞাসা করো -- আমরা সত্য-সত্যই সার্ভিস করি তো? সত্য-পিতার সাথে সঙ্গ রাখি কী? যদি সত্য-পিতার সাথে সঙ্গ বা সম্বন্ধ না রাখি তবে কী গতি হবে? অনেককে পথ পথ দেখালে (মার্গ দর্শন), উচ্চপদও লাভ করবে। সত্য-পিতার থেকে আমরা কী উত্তরাধিকার পেয়েছি। নিজেদের অন্তরে দেখতে হবে। এ তো জানে যে, নম্বরের ক্রমানুসারেই হয়। কেউ এতখানি (বেশী) উত্তরাধিকার পায়, তো কেউ এতটুকু (কম)। রাত-দিনের তফাৎ থাকে। আচ্ছা !

মিষ্টি মিষ্টি হারানিধি বাচ্চাদের প্রতি মাতা-পিতা বাপদাদার স্মরণের স্নেহ-সুমন আর সুপ্রভাত। আত্মাদের পিতা তাঁর আত্মা-রূপী বাচ্চাদেরকে জানাচ্ছেন নমস্কার।

ধারণার জন্যে মুখ্য সারঃ-

১) তোমরা যে দেহের সঙ্গ পেয়েছো, সেই সঙ্গ থেকে উপরাম থাকতে হবে। সত্যের সঙ্গের দ্বারা পবিত্র হতে হবে।

২) এই স্টুডেন্ট লাইফে চলতে-ফিরতে বুদ্ধিতে যেন জ্ঞানের মন্থন চলতে থাকে। এইম অবজেক্টকে সম্মুখে রেখে পুরুষার্থ করতে হবে। সৎ-হৃদয়ে বাবার সাহায্যকারী হতে হবে।

বরদানঃ- অব্যভিচারী আর নির্বিঘ্ন স্থিতির দ্বারা ফার্স্ট জন্মের প্রালব্ধ প্রাপ্তকারী সমীপ আর সমান ভব

যে বাচ্চারা এখানে বাবার গুণ আর সংস্কারের নিকটে রয়েছে, সর্ব সম্বন্ধের দ্বারা বাবার সাথের বা সমতার অনুভব করে তারাই সেখানে রয়্যাল কুলে ফার্স্ট জন্মের সম্বন্ধে নিকটে আসবে। ২ - ফার্স্টে তারাই আসবে যারা আদি থেকে এখন পর্যন্ত অব্যভিচারী আর নির্বিঘ্ন আছে। নির্বিঘ্নের অর্থ এটা নয় যে বিঘ্ন আসবেই না, বিঘ্ন বিনাশক বা বিঘ্নের উপর সদা বিজয়ী থাকবে। এই দুটি কথা যদি আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত ঠিক থাকে তাহলে ফার্স্ট জন্মে সাথী হতে পারবে।

স্লোগানঃ- সাইলেন্সের পাওয়ার দ্বারা নেগেটিভকে পজিটিভে পরিবর্তন করো।

অব্যক্ত ঈশারা :- একান্তপ্রিয় হও, একতা আর একাগ্রতাকে ধারণ করো

একান্তবাসী অর্থাৎ সদা স্থুল একান্তের সাথে সাথে একের অন্তে থাকা। একাগ্রতার শক্তির দ্বারা যেকোনও আত্মার ম্যাসেজ অন্য আত্মার কাছে পৌঁছাতে পারো। যেকোনও আত্মাকে আহ্বান করতে পারো। দূরে থেকেও যেকোনও আত্মাকে সহযোগ দিতে পারো।

Normal;heading 1;heading 2;heading 3;heading 4;heading 5;heading 6;heading 7;heading 8;heading 9;caption;Title;Subtitle;Strong;Emphasis;Placeholder Text;No Spacing;Light Shading;Light List;Light Grid;Medium Shading 1;Medium Shading 2;Medium List 1;Medium List 2;Medium Grid 1;Medium Grid 2;Medium Grid 3;Dark List;Colorful Shading;Colorful List;Colorful Grid;Light Shading Accent

1;Light List Accent 1;Light Grid Accent 1;Medium Shading 1 Accent 1;Medium Shading 2 Accent 1;Medium List 1 Accent 1;Revision;List Paragraph;Quote;Intense Quote;Medium List 2 Accent 1;Medium Grid 1 Accent 1;Medium Grid 2 Accent 1;Medium Grid 3 Accent 1;Dark List Accent 1;Colorful Shading Accent 1;Colorful List Accent 1;Colorful Grid Accent 1;Light Shading Accent 2;Light List Accent 2;Light Grid Accent 2;Medium Shading 1 Accent 2;Medium Shading 2 Accent 2;Medium List 1 Accent 2;Medium List 2 Accent 2;Medium Grid 1 Accent 2;Medium Grid 2 Accent 2;Medium Grid 3 Accent 2;Dark List Accent 2;Colorful Shading Accent 2;Colorful List Accent 2;Colorful Grid Accent 2;Light Shading Accent 3;Light List Accent 3;Light Grid Accent 3;Medium Shading 1 Accent 3;Medium Shading 2 Accent 3;Medium List 1 Accent 3;Medium List 2 Accent 3;Medium Grid 1 Accent 3;Medium Grid 2 Accent 3;Medium Grid 3 Accent 3;Dark List Accent 3;Colorful Shading Accent 3;Colorful List Accent 3;Colorful Grid Accent 3;Light Shading Accent 4;Light List Accent 4;Light Grid Accent 4;Medium Shading 1 Accent 4;Medium Shading 2 Accent 4;Medium List 1 Accent 4;Medium List 2 Accent 4;Medium Grid 1 Accent 4;Medium Grid 2 Accent 4;Medium Grid 3 Accent 4;Dark List Accent 4;Colorful Shading Accent 4;Colorful List Accent 4;Colorful Grid Accent 4;Light Shading Accent 5;Light List Accent 5;Light Grid Accent 5;Medium Shading 1 Accent 5;Medium Shading 2 Accent 5;Medium List 1 Accent 5;Medium List 2 Accent 5;Medium Grid 1 Accent 5;Medium Grid 2 Accent 5;Medium Grid 3 Accent 5;Dark List Accent 5;Colorful Shading Accent 5;Colorful List Accent 5;Colorful Grid Accent 5;Light Shading Accent 6;Light List Accent 6;Light Grid Accent 6;Medium Shading 1 Accent 6;Medium Shading 2 Accent 6;Medium List 1 Accent 6;Medium List 2 Accent 6;Medium Grid 1 Accent 6;Medium Grid 2 Accent 6;Medium Grid 3 Accent 6;Dark List Accent 6;Colorful Shading Accent 6;Colorful List Accent 6;Colorful Grid Accent 6;Subtle Emphasis;Intense Emphasis;Subtle Reference;Intense Reference;Book Title;Bibliography;TOC Heading;